EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA
PUBLIC AFFAIRS SECTION
TEL: 880-2-883-7150-4
FAX: 880-2-9881677, 9885688
E-MAIL: DhakaPA@state.gov
WEBSITE: http://dhaka.usembassy.gov

যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে আয়োজিত ইফতার-নৈশভোজে রাষ্ট্রদূত জেমস এফ. মরিয়ার্টির প্রদত্ত বক্তব্য

২৪শে আগস্ট, ২০১০

শুভ সন্ধ্যা। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। এই পবিত্র মাসে সবার জন্য রইলো আমার শুভ কামনা। রমজান করিম।

গত কয়েক বছর ধরেই আমরা রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে ইফতারের আয়োজন করে আসছি। কেবল আমার স্ত্রী লরেন আর আমিই নই, সে যদিও আজ এখানে আসতে পারেনি, আমার পূর্বসূরিরাও এখানে ইফতারের আয়োজন করেছেন। জানা মতে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার সর্বপ্রথম ইফতারের আয়োজন করে দুইশ' বছরেরও বেশি সময় আগে যখন প্রেসিডেন্ট জেফারসন রমজানের সময় তিউনিশিয়ার একজন দূতকে সূর্যাস্তকালীন নৈশভোজের জন্য হোয়াইট হাউজে আমন্ত্রণ করেন। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টরা বড়দিন ও দিওয়ালি উৎসবও উদযাপন করেছেন। এমনকি সেডেরও (ইহুদি ধর্ম উৎসব) উদযাপন করেছেন তারা।

বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় দেশই সম্মিলিতভাবে ধর্ম সহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের সাধারণ বিশ্বাসে বিশ্বাসী। যদিও আমরা আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিসত্ত্বা ও ব্যাক্তিগত ধর্মবিশ্বাসে বিশ্বাসী, কিন্তু এই সব ধর্মীয় উৎসবগুলোর উদ্‌যাপন আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় যে আমরা কারা, এগুলো আমাদের বিশ্বাসে আরো দৃঢ় হতে সহায়তা করে এবং স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়।

আমেরিকান ও বাংলাদেশী হিসেবে আমরা আসলে কারা এই এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলোর উদযাপন তাই নিশ্চিত করে। আমেরিকাতে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষরা অনুধাবন করেছিলেন যে বিশ্বাসের জায়গাকে সম্মান প্রদর্শনের সবচেয়ে ভালো উপায় হলো মানুষের ধর্ম চর্চার স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। টমাস জেফারসন লিখেছিলেন যে ধর্মের সাংবিধানিক স্বাধীনতা সকল মানবাধিকারের চাইতে পবিত্র ও অবিভেদ্য। একইভাবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর নতুন সরকার ধর্ম সহিষ্ণুতার ওপর ভিত্তি করেই গঠিত হয় এবং সকলকে তাদের নিজেদের পছন্দমতো উপাসনা করার সুযোগ করে দেয়।

উপাসনার স্বাধীনতা ধর্মীয় চর্চাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেনি। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে ধর্ম আরো সমৃদ্ধিলাভ করেছে কারণ ইচ্ছেমতো উপাসনা করার স্বাধীনতা আমাদের রয়েছে। আমাদের উভয়

রাষ্ট্রই যে গভীরভাবে ধার্মিক -- তা আমাদের প্রতিষ্ঠাতা পূর্বসূরিদের বিচক্ষণতারই সনদ বহন করে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একইসঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বজায় রেখে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করার এই যে সামর্থ্য, তা বিশ্বজুড়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ও একই ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্বের সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী।

তাই বলে এই নয় যে ধর্ম নিয়ে কখনোই আমাদের দু'দেশের মধ্যে কোনোরকম বিতর্ক হয় না। আপনারা হয়তো সবাই জানেন যে সম্প্রতি নিউ ইয়র্কে একটি মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে অনেক বাকযুদ্ধ হচ্ছে। আমরা ৯/১১-এর বেদনা কখনো ভুলতে পারবো না, আর ওই জঘন্য হামলায় যারা নিজেদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাদের মনের অবস্থা ও সংবেদনশীলতাকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারবো না। তারপরও, প্রেসিডেন্ট ওবামা পরিষ্কার করে বলেছেন যে, "অন্য সবার মতো মুসলিমদেরও তাদের ধর্ম চর্চা করার সমান অধিকার রয়েছে। ...এর মধ্যে লোয়ার ম্যানহাটানে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমির ওপর উপাসনালয় ও কম্যুনিটি সেন্টার নির্মাণ করার অধিকারটিও অন্তর্ভূক্ত। ...এটা আমেরিকা, এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদের অঙ্গীকার হতে হবে অটল। সকল ধর্মের বিশ্বাসীরা এ দেশে স্বাগত এবং তাদের সরকার তাদের সঙ্গে ভিন্ন কোনো প্রকার আচরণ করবে না, এই নীতিটি আমাদের পরিচয়ের একটি অপরিহার্য অংশ।"

আমাদের অগ্রযাত্রায় আমরা যেন এই কথাটি মনে রাখি। এখানে আসার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং আমি আপনাদের শুভ রমজান কামনা করছি।

==========

জিআর/ ২০১০